Department of Bengali
Patna University
subject- Bengali, CC-10
Sem-III , Unit -I

Topic -History of Bengali literature

ইংরেজ মিশনারীদের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট বাংলা গদ্য-

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে এ দেশীয় ভাষা শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেন ক্লাইভ, আলেকজান্ডার ডাফ, ওয়ারেন হেস্টিংস, সকলেই শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ওয়ারেন ওয়ারেন হেস্টিংস এর নির্দেশে চার্লস উইলকিন্স বাংলা হরফ তৈরি করেন। হেস্টিংসহেস্টিংস এদেশীয় ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য বাংলা ব্যাকরণের একান্তভাবে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হাল হেডকে বাংলা ব্যাকরণ লিখতে অনুরোধ করেন।

"A Grammar of the Bengali language"-

গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। 1778 সালে তিনি ইংরেজি ভাষায় লিখেন বাংলা ব্যাকরণ "এ গ্রামার অফ দা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ"। হালহেড বইটির জন্য পঞ্চানন কর্মকার কে দিয়ে ছেলে কাটা বাংলা হরফ তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। 1778 সালে হুগলির এন্ড্রুজ কোম্পানির প্রেস থেকে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় প্রকাশিত হয়। চিনিছিনি করে কাটা বাংলা হরফ তৈরির কাজে পঞ্চানন কর্মকার কে পরামর্শ দিয়েছিলেন চার্লস উইলকিন্স।

ইংরেজি ব্যাকরণ এর আদর্শ মত হাল হেড আট টি অধ্যায় এবং একটি পরিশিষ্ট অংশ যুক্ত করে বাংলা বর্ণমালা, বিভিন্ন পদ, শব্দ অন্বয় শৃঙ্খলা , উচ্চারণ প্রভৃতি এবং ছন্দ বিষয়ে আলোচনা করেন। তবে বাংলার উচ্চারণ রীতি কে তিনি আত্মস্থ করতে পারেননি।কথ্য ভাষার প্রয়োগ এবং বাঙালি কবিদের কাব্য থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরার ইতি প্রশংসার দাবি রাখে।

হাল হেড এই গ্রন্থের বাংলা ব্যাকরণ কে সংস্কৃত ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ এর সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণ কে নানান দিক থেকে তুলনা করে তার একটি যথার্থ আদর্শ তৈরি করেছেন। বাংলাবাংলা সাহিত্যের রূপরেখা গ্রন্থে গোপাল হালদার মন্তব্য করেছেন 1778 খ্রিস্টাব্দে হ্যালহেড এর গ্রামার বাংলা গদ্য রচনা আরম্ভ হয়নি তবে বাংলা মুদ্রণের সেই দীর্ঘ অন্ধকার যুগ শেষ হলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হ্যা ল হেড "এ গ্রামার অফ দা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ" প্রকাশিত হয় 1778 খ্রিস্টাব্দে। ইংরেজ ব্যবসাদার ও ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য হাল হেড এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের গ্রন্থের আখ্যান পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল বোধ প্রকাশকং শব্দ শাস্ত্রং/ ফিরিঙ্গি নামু পকারার্থনং/ ক্রিয়তে হালেদংজি/গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল 248 টি। ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এটি। এরআগে রোমান অক্ষরে বাংলা গ্রন্থ মনয়েল দ্য আসুম্পসাও এর "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল 1734 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় গ্রন্থ থেকে 1743 খ্রিস্টাব্দে লিবসন প্রকাশিত হয়।

হ্যালহেডের সূচিপত্র টি হল- after the elements of noun, pronounce, of verb, of numbers of Syntax of orthography and versifications, appendix.

হাল হেড ছন্দ নিয়ে গ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ইংরেজি বাংলা, ফারসি তিন লিপিরব্যবহার লক্ষ করা যায়। হ্যালহেডেরহ্যালহেডের এই গ্রন্থ ছাপার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন চার্লস উইলকিন্স। উইলকিনস বাংলা মুদ্রণ শিল্পের জনক।

হ্যালহেডের পর লিখা বাংলা গদ্য গ্রন্থ:

১. ডনাথন ডানকান- তিনি 1785 খ্রিস্টাব্দে আইন এর অনুবাদ বাংলা গদ্য প্রকাশ করেন। তিনি "Regulation for the administration of justice in the court of diwani adalat"বাংলা বাংলা গদ্য অনুবাদ করেন।

২. এনবি এডমন্টন- ইনি 1791 খ্রিস্টাব্দে-"Bengali translation of resolution for the administration of justice in the force that we or criminal courts in Bengal Bihar and Odisha"এর বাংলা অনুবাদ করেন।

৩. হেনরি পিটস ফোরস্টার: ইনিংস নিযুক্ত নবাব গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের হুজুর কোন ছেলের 1793 সালের তাবৎ আইন রচনা করেন।

৪. এ আপজন- ইনি বাংলা ও ইংরেজি অভিধান" ইংরাজি বাঙালি বকেবিলোরি 1793 রচনা করেন।

৫. জন মিলার- 1797 খ্রিস্টাব্দে ইনি the tutor বা শিক্ষাগুরুর রচনা করেন ।

৬. উইলিয়াম কেরি- বাংলা গদ্য বিকাশে উইলিয়াম কেরির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ , দেশীয় লোকদের দিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যা বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।যদিও গ্রন্থ গুলির বেশিরভাগ রচনা বিদেশ থেকে আগত সিভিলিয়ান কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করেই রচনা করা হয়েছিল তা সত্ত্বেও বাংলা গদ্য বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল গ্রন্থগুলো। উইলিয়াম কেরি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে 10 ই জানুয়ারি শ্রীরামপুরে আসেন এবং ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে Gospel of St. Matthews এর বাংলা অনুবাদ "মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত " শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রথম ছাপা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বাংলা গদ্য। সাহিত্যের মুদ্রণ ও প্রকাশনার ইতিহাস এখান থেকেই যাত্রা শুরু।